নীলক্ষেত মোড়

হাঁটু গেড়ে পুরনো বই খোঁজা। ফটোস্ট্যাটের দোকানে লাইন। হোটেলগুলোতে মানুষের ভিড়। রাস্তায় এলোপাথাড়ি গাড়ি। নিউমার্কেটের আড্ডা। ইডেন কলেজের সামনে প্রেমিকের অপেক্ষারত সময়। এসব নিয়েই নীলক্ষেত মোড়ের দিনরাত্রি... লিখেছেন **সারোয়ার জাহান** ও **আসাদুর রহমান**

সকাল ৬.০০ : নীলক্ষেত মোড়। দু'একটি হোটেল ছাড়া এখনও কোনো দোকানপাট খোলেনি। রাস্তায় কয়েকটি রিকশা, বেবিট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বাকুশাহ মার্কেটের ফটোকপির দোকান এলাকা এখন নিস্তব্ধ। ১৩ টাকার তেহেরির দোকান দুটো সবেমাত্র খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

৬. ৩০: সময়ের সাথে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও বাড়ছে। নিউমার্কেট মোড় হতে নীলক্ষেত মোড় পর্যন্ত রিকশাগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মিরপুর থেকে ছেড়ে আসা গুলিস্তান অভিমুখী বাসগুলো একের পর এক বাকুশাহ মার্কেটের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। তবে এদের যাত্রীর সংখ্যা একেবারেই কম। হকারদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। পুরনো ম্যাগাজিন আর বই বিক্রেতারাও তাদের আয়োজন সাজাতে ব্যস্ত।

৭. ০০ : বাকুশাহ মার্কেটের হোটেলগুলোতে সকালের নাস্তার জন্যে ভিড় লেগে গেছে। এখানে আসা অধিকাংশই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। মার্কেটের টেলিফোন, স্পাইরাল বাইন্ডিং, কম্পিউটারের কয়েকটি দোকান খুলেছে। নিড্স কম্পিউটারের দোকানে বসে অ্যাসাইনমেন্ট কম্পোজে ব্যস্ত সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র রাফি, জিজ্ঞেস করলাম–

: এত সকালে কাজ করাতে এসেছেন কেন?

: আরও পরে আসলে সিরিয়াল পাওয়া মুশকিল, তাছাড়া অ্যাসাইনমেন্টটি আজকেই জমা দিতে হবে।

৮. ৩০ : বাকুশাহ মার্কেট থেকে হেঁটে ইডেন কলেজের কাছাকাছি চলে এলাম। নিউমার্কেট মোড়ে এক ভয়াবহ জ্যামের সৃষ্টি হয়েছে। এটি চার রাস্তার মিলনস্থল। দিনে দু'বেলা অর্থাৎ অফিস শুরু হবার আগে ও অফিস সময় শেষ হবার পর এখানে জ্যামের সৃষ্টি হয়। বিডিআর সদস্যরা জ্যাম কমাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে।

৯.৩০ : পূর্ব ও পশ্চিমে দুই পেট্রোল পাম্পের মাঝে নীলক্ষেতের লেপ-তোষকের দোকানগুলোর অবস্থান। দোকানগুলোতে এখন ভিড় লাগতে শুরু করেছে। বালিশ, তোষকসহ আনুষঙ্গিক সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। বিক্রেতা জামাল উদ্দিন জানালেন, আশপাশের মেসের লোকেরাও

দাঁড়িয়ে থাকা বাস যানজটের প্রধান কারণ

গাছ এখন সাইন বোর্ড হোল্ডার

এখানে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলীম এসেছেন বালিশ কিনতে। অভিযোগের সুরে তিনি জানালেন, এখানে ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যায় না, টাঙিয়ে রাখা বালিশগুলো মাথায় লাগে। এছাড়া যখন বালিশ, তোষক তৈরি করে তখন বাতাসে তুলা উড়তে থাকায় এখান দিয়ে হাঁটতে খুব অসুবিধা হয়।

১০.৩০ : বাকুশাহ মার্কেটের ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলোতে এখন প্রচন্ড ভিড়। প্রতিটি দোকানের সামনে প্রায় পাঁচ-ছয়জন করে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা হলো ফটোকপি করতে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাথীর সঙ্গে।

: বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ফটোকপি না করে এখানে এলেন কেন?

: ক্যাম্পাসে ১ পাতা ১ টাকা করে আর এখানে ১ পাতা (এপাশ-ওপাশ) ৮০ পয়সা করে নেয়, পরিচিত বা নিয়মিত আসলে ৬০ পয়সা করে নেয়। অনেক বেশি ফটোকপির প্রয়োজন হলে এখানে চলে আসি।

১১.৩০ : ১৩ টাকার বিরিয়ানির দোকান দুটোতে ভিড় এখন কম। সকালে একবার ভিড় লেগেছিলো, আবার শুরু হবে দুপুর ১টায়। এখন যারা খাচ্ছেন তারা ছোট দোকান দুটির বেঞ্চে বসেই খেতে পারছেন। দুপুর বেলায় অনেকে খেতে এলে হয় তো দাঁড়িয়ে খাবার জায়গা পাবে না।

১২.৩০ : বাকুশাহ মার্কেটের পুরনো বইয়ের দোকানগুলোর গলি দিয়ে আমরা হাঁটছি। হঠাৎ পেছন থেকে আমাদের ডাক দিলেন, ভাই লাগবে নাকি, আছে। কি আছে জানতে চাইলে বলেন 'গোপন বই'। এসব বই বিক্রি করায় পুলিশ সমস্যা করে কিনা জানতে চাইলে দোকানি বললো নাহ, পুলিশকে তো টাকা দেয়াই আছে। তাছাড়া শুধু আমার দোকান নয়, আরও অনেক দোকানেও এসব বই পাওয়া যায়।

১.৩০ : নিউমার্কেটের অভ্যন্তর এলাকা, প্রচন্ড গরমের ভেতরও এখানে কেনাকাটার কমতি নেই। অধিকাংশই তরুণী এবং বয়স্ক মহিলা। শরীরে অঝোরে ঘাম ঝরছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। রোদের ভেতর ঘুরে তারা কেনাকাটা করছেন। ঢাকার এই নিউমার্কেটে ক্রেতাদের ভিড় দেখলে মনে হয়, সামনে ঈদের মতো কোনো অনুষ্ঠান। অনেকেই কেনাকাটার মাঝে Fast Food খেয়ে নিচ্ছেন। ঠান্ডা পানীয় ও লাচ্ছি দিয়ে গলা জুড়াচ্ছেন অনেকেই।

২.০০ : বাকুশাহ মার্কেটে বইয়ের দোকানগুলোতে ভিড় কমেছে। প্রচন্ড গরমের কারণে ক্রেতারা যে যার গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিচ্ছেন। অনেক দোকানি ফ্যানের নিচে ঝিমুচ্ছেন।

৩.০০ : বাকুশাহ মার্কেট এলাকার খানিকক্ষণের নীরবতা এলেও ১৩ টাকার তেহেরি দোকানে ভিড় এখনও আগের মতো। বসার জায়গা না পেয়ে লোকজন দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। মেয়ে তেহেরি ক্রেতার সংখ্যাও এখানে কম নয়। এদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের আবাসিক ছাত্রী। তবে মেয়েদের কেউ দাঁড়িয়ে নেই। ছেলেরা মেয়েদের জন্যে দোকান দুটির বেঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে।

৩.৩০ : সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষকদের কোয়ার্টার মোড়ে একটি জটলা দেখা যাচ্ছে। লোকজন জড়ো হয়েছে রাস্তার ওপর। উৎসুক দৃষ্টিতে তারা কি যেন দেখছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার ওপর একজন বয়স্ক লোক পড়ে আছেন। আজ প্রচন্ড গরম পড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কাঠফাটা রোদ। জড়ো হওয়া পথযাত্রীরা বলাবলি করছে, হয়তো লোকটি রোদের তাপ ও গরমে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। দু'জন তরুণ লোকটিকে ধরাধরি করে বাকুশাহ মার্কেটের ওষুধের দোকানের দিকে নিয়ে গেল।

৪.৩০ : নীলক্ষেত মোড়ে বাসের ভিড় বাড়তে শুরু হয়েছে। পলাশীর দিক থেকে আসা বাসগুলো রাস্তার পাশে দাঁড়াচ্ছে। রাস্তার পাশে রিকশাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড় করানো। ঢাকার যানজট নিরসনে সেনাবাহিনী নামানো হলেও কয়েকটি এলাকায় দেয়া হয়েছে বিডিআর। নিউমার্কেট, নীলক্ষেত এলাকাটি তাদের একটি। বিডিআর সদস্যদের বাস আর রিকশাচালকরা খুব একটা যে ভয় পায় না তা তাদের গাড়ি দাঁড় করানোর ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। প্রায় ৩-৪ মিনিট হলো বাসচালক সালাম তার ৯ নম্বর-এর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। বললেন, 'আর্মিগুলা তো এক নম্বরের হারামি, চলন্ত অবস্থায়ই যাত্রী উঠাইতে হয়। ওগোর অত্যাচারে গাড়ি চালানোই ছাইড়া দিতে হইবো। তবে বিডিআর ভাল, ঝারিঝুরি কম মারে'।

৫.৩০ : নীলক্ষেত মোড় হতে নিউমার্কেট মোড়ে এক লম্বা জ্যাম পড়েছে। বিডিআর, ট্রাফিক পুলিশ সাধ্যমত চেষ্টা চালাচ্ছেন জ্যাম কাটানোর জন্যে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। একদিকে গাড়ি থামালে অন্যদিকে অসংখ্য গাড়ি, রিকশা পারাপার হতে শুরু করে। ফলে অন্যদিকে অসংখ্য যানবাহনের লাইন পড়ে যায়। বিডিআর রশিদ জানালেন, এই জ্যাম কাটিয়ে ওঠা কঠিন কারণ ঢাকার যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক। তাছাড়া মানুষচালিত রিকশা আর যন্ত্রচালিত যানবাহন একই রাস্তা ব্যবহারের ফলে যানবাহনের চলাচলে কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না, আর তাই এই জ্যাম।

৬.০০ : নীলক্ষেত এলাকার লেপ-তোষকের দোকানগুলোতে সময়ের সাথে সাথে ভিড় বাড়ছে। ক্রেতাদের অধিকাংশ তোষক, জাজিম আর বালিশের

সাইন বোর্ড আর সাইন বোর্ডে ভারাক্রান্ত দোকানগুলো

খরিদ্দার। তাদের অধিকাংশই অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে। কেউই রেডিমেট কেনার পক্ষপাতি নয়। গরমের মৌসুমে এই দোকানগুলোর ব্যবসা ভালো থাকে না। কিন্তু ভিড়ের কারণ কি? জানতে চাইলে দোকান মালিক শামসুদ্দিন হায়দার জানালেন, গত শীত পুরোটাই গেছে রোজার মধ্যে। তাই বিয়ের মতো অনুষ্ঠানগুলো তখন হতে পারেনি। তাই এ বছর লোকজন গরমেই বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

৭.০০ : নীলক্ষেত, নিউমার্কেট এলাকার যানজট বেড়েই চলেছে। আমরা নীলক্ষেত এলাকার লেপ-তোষকের দোকানগুলো পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ইডেন কলেজের গেটের কাছে। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা নামলেও রাতের অন্ধকার এখনও নেমে আসেনি। বিভিন্ন দিক থেকে ছেলে-মেয়ে ইডেন কলেজ এলাকায় জড়ো হতে শুরু করেছে।

৭.৩০ : চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। ইডেন কলেজের সামনের রাস্তার দু'পাশে বসে ছেলে-মেয়েরা গল্প করছে। দু' হাত ব্যবধানে প্রায় ১০-১২টি জুটি সারিবদ্ধ বসে আছে। তবে ছেলে-মেয়েদের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। কে কার সাথে প্রেম করে চলছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

৮.০০ : ইডেনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে মোবাইলে তার প্রেমিকের সাথে কথা বলছে।

: এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তুমি এখন কোথায়? কি বললে? ইডেনের সামনেই তুমি! অন্ধকারে আমি তো তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি একটা কাজ কর, গেটের কাছে চলে এসো।

দুর্লভ বইয়ের খোঁজে

'ফাও' খাওয়া পার্টির অত্যাচারে অতিষ্ঠ তেহারীর দোকান

ফুটপাতে বসা জুটিদের কেউ কেউ এই মুহূর্তে কিছুটা অন্তরঙ্গ অবস্থায়।

৯.০০ : মার্কেটের দোকানগুলোর অধিকাংশেই চলছে দোকান বন্ধের প্রস্তুতি। কিন্তু মার্কেটের ভেতর বসে থাকা তারুণ্যের আড্ডায় রাত কোনো ভাটা এনে দিতে পারেনি। গোল হয়ে তারা গল্প করছে, গান গাচ্ছে, কয়েকটি আড্ডা থেকে ভেসে আসছে গাঁজার কড়া গন্ধ।

১০.০০ : বাকুশাহ মার্কেটের কয়েকটি টেলিফোন দোকানে ছেলে-মেয়েরা ফোন করছে। এদের অধিকাংশই ঢাকার বাইরে ফোন করছে। কিন্তু দোকানগুলোতে টিএন্ডটি'র নিয়ম অনুযায়ী টাকা দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। দোকানগুলোতে ২০ থেকে ৩০ টাকা খরচে ঢাকার বাইরে যে কোনো জেলায় দীর্ঘ সময় কথা বলা যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফটোকপি দোকানের এক তরুণ জানালেন, এই দোকানগুলোর সাথে টিএন্ডটি'র কিছু কর্মচারীর রয়েছে যোগসাজশ। দোকানের লোকজন প্রথমে টিএন্ডটিতে ফোন করে এবং তাকে ঢাকার বাইরের প্রয়োজনীয় নাম্বারটি দেয়। সেই টিএন্ডটির কর্মচারী টিএন্ডটির নিজস্ব কিছু নাম্বারে ফোন করে দোকানের লাইনে সংযোগ দিয়ে দেয়। ফলে দোকানের তেমন বেশি কিছু খরচ হয় না। পরবর্তীতে লাভের টাকা দোকান মালিক আর টিএন্ডটি কর্মচারীর মধ্যে ৬০:৪০ ভাগ-বাটোয়ারা হয়।

১১.০০ : বাকুশাহ মার্কেটের তেহেরির দোকান দুটিতে রাতের চাপ কমে এসেছে। তবে এখনও কয়েকজন বসে খাচ্ছে। রাত ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দোকান দুটিতে ভিড় থাকে। দোকান দুটির নাম না থাকায় এদের পরিচয় দেয়া কষ্টসাধ্য। বাঁ দিকের দোকানের কেয়ারটেকার গণি মিয়া জানালেন, প্রতিদিন তাদের বিক্রি ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। দিনে তাদের ৫শ' টাকারও বেশি 'ফাও' খাওয়াতে হয়। এটা একটা নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডার প্রকৃতির কিছু ছেলে প্রায়ই তাদের এই দোকান দুটিতে খেতে আসে। দোকান কর্মচারীরাও তাদের এতদিনে চিনে ফেলেছে। গন্ডগোলের ভয়ে দোকানের লোকজন এদের কাছে খাবারের বিল চায় না।

১১.৩০ : তেহেরির দোকানের সামনে একটি সাদা টয়োটা কার এসে থামলো। গাড়ির ভেতর একটি বিদেশী পরিবার। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, এরা হয়তো পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশের নাগরিক। ছোট একটি বাচ্চাও রয়েছে গাড়ির ভেতর। গাড়ি থেকে তারা নামলো না। ইশারায় ডেকে কর্মচারীকে তেহেরি দিতে বললো। গাড়ির ভেতরে বসেই এরা তেহেরি খাচ্ছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ তৃপ্তিই পাচ্ছে তারা তেহেরি খেয়ে।

১২.০০ : নিউ মার্কেট, নীলক্ষেত এলাকার প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রমশ চারদিকে নেমে আসছে নীরবতা। রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু রিকশা, বেবিট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটি ট্যাক্সিক্যাবও এদের সাথে যোগ দিয়েছে। তবে ট্যাক্সিক্যাবের চালকেরা যে কোনো যাত্রীকেই গাড়িতে তুলছে না। প্রথমে যাত্রীকে তারা আপাদমস্তক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, তারপরই গাড়িতে তুলছে।